বিশেষ রচনা

লুণ্ঠিত বাংলাভাষা এবং আমাদের করণীয়

মাত্র পার হয়ে এলাম ফেব্রুয়ারি মাস। সারা বছর ঝিমিয়ে থাকা বাংলার চেতনা এই মাসে যথারীতি চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। আর চনমনে মনোভাব নিয়ে হঠাৎ করেই একদল খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছে সারা বছরের বাংলার কর্মকাণ্ড। এ যেন গনগনে দুপুরে পাঠশালায় ছাত্রদের পড়তে বলে ঝিমিয়ে পড়া পণ্ডিতমশায়ের আকস্মিক জেগে ওঠা। ফলে যা হবার তাই— সারা বছরের ব্যর্থতা চোখের সামনে এক মুহূর্তে ফুটে ওঠে। তারপর হায় হায়!

এই মনোভাবই চলছিল গত এক দশক ধরে। কিন্তু এবারের যজ্ঞের আগুনে ঘি ঢালার মতোই মাইক্রোসফট তাদের পণ্যে বাংলা ভাষাকে সংযুক্ত করল। এবং অবশ্যই এ ব্যাপারে তারা সমস্ত সাহায্য নিচ্ছে ভারতের। নেবে না-ই বা কেন? গত ২৫ বছর ধরে আইটি শিল্পে যাদের এই উত্থান, বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যারা আইটি'র এক শক্ত ঘাঁটি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, সফটওয়্যার জায়েন্ট মাইক্রোসফট তাদের কাছে যাবে না তো কী নড়বড়ে অবকাঠামো ও ধীরতম গতির বাংলাদেশের কাছে আসবে!

তাছাড়া গরজটা যখন আমাদেরই ছিল— তখন যাবার প্রশ্নটাও তো আমাদেরই। এবং আমরা গিয়েছিও। কিন্তু ফলাফল কী হয়েছিল। ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম সরাসরি নাকচ করেছে আমাদের কী-বোর্ড। কারণটা বিশ্লেষণ করে সংশোধিত কী-বোর্ড পাঠানোর ব্যাপারে কর্তাব্যক্তিরা কতটুকু উদ্যোগী হয়েছিলেন সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। তবে ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের ওয়েবসাইটে বহুদিন বাংলাদেশের দেয়া কী-বোর্ড এবং তার নাকচের কারণ সম্বলিত ইউনিকোডের যে পত্রটি ছিল তার ডিজিটাল রূপ সংরক্ষিত ছিল। তা পড়লে এটি খুব বেশি নগ্ন হয়ে পড়ে যে, আমাদের কর্তাব্যক্তিরা হয় বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারেন নি, নয় তো তারা ইউনিকোডের নীতি মেনে কোন কী-বোর্ড প্রণয়ন করতে ছিলেন অপরাগ।

কিন্তু আমাদের জন্য মাইক্রোসফটের কী-বোর্ড বিরাট একটি হুমকি— কথাটা আংশিক সত্যি হলেও তার চেয়ে বেশি চিন্তার বিষয় হলো আমাদের বর্তমান কী-বোর্ডগুলো কি তার পাশে দাঁড়াবার উপযুক্ত কিনা। প্রধানত উইন্ডোজের জন্য কী-বোর্ড লেআউট প্রস্তাব করার মতো কোনো যোগ্য লেআউট আমরা দিতে পারব কিনা সে লেআউটটি ইউনিকোর্ড কী-বোর্ডের নিয়মকানুনগুলো মেনে নির্মিত নাকি নিজ নিজ ব্যবসার স্বার্থ টিকিয়ে রাখাটাই তার উদ্দেশ্য? আবেগ নির্ভর না হয়ে মাইক্রোসফটের কাছে উপযুক্ত কী-বোর্ড প্রস্তাব করতে হবে যুক্তিসঙ্গত উপায়ে। এছাড়া কোনো উপায় নেই।

ওপেন টাইপ ফন্ট নামক নতুন ধরনের ফন্ট ব্যবহার করতে বলছে ইউনিকোড— যাতে ফন্টটিতেই থাকতে হবে বাংলা মূল বর্ণ, সংযুক্তি, কার ও যুক্তাক্ষরের সম্পর্কগুলো। আমাদের জন্য এমন একটি ফন্ট কেউই তৈরি করে নি। ওপেন টাইপ ফন্ট এবং ইউনিকোড ভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণের সুবাদে, কী-বোর্ড থেকে মূল ইউনিকোডের বর্ণসমূহ টাইপ করার বেশি কিছু দরকার নেই। এর ফলে কী-বোর্ড লেআউট এখন খুব সরল একটি ম্যাপটেবিল। আমাদের শুধু নির্ধারণ করার দায়িত্ব টেবিলটি কি চেহারার হবে। বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমে টেবিলটি বিভিন্ন ধরনের ফাইলে রাখা হলেও গঠনে তফাৎ নেই।

একটি প্রমিত বাংলা কী-বোর্ড ইউনিকোড সমর্থিত হবার জন্য তিনটি অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য রয়েছে—

১. প্রতিটি ইউনিকোড অক্ষর অবশ্যই একটিমাত্র কী প্রেসের মাধ্যমে ইনপুট যোগ্য হতে হবে। তবে একই কী প্রেসে একাধিক ইউনিকোড অক্ষর ইনপুট করা যেতে পারে। যেমন— X-> ক্ষ (=ক্ষ)।

২. কোন বাড়তি এপ্লিকেশন কখনই দরকার হবে না কারণ অপারেটিং সিস্টেমের কী-বোর্ড ম্যাপ টেবিলই এর জন্য যথেষ্ট।

৩. শুধু উইন্ডোজ বা উইন্ডোজের অ্যাপ্লিকেশন নয়— লিনাক্স, ম্যাকসহ সমস্ত বহুভাষী অপারেটিং সিস্টেমে প্রয়োগযোগ্য হতে হবে।

১.১. ইউনকোড কী-বোর্ডের যুক্তাক্ষর বানানোর কোনো কাজ নেই। ওর কাজ হলো ক্ক লেখার ক্ক এই অক্ষরগুলো টাইপ করা।

১.২. 'ও-কার' (ো) এবং 'ঔ-কার' (ৌ)-এর জন্য আলাদা কী লাগবে। ইউনিকোডে 'ো' কার এবং 'ৌ' কার দুটো আলাদা অক্ষর, প্রচলিত কী-বোর্ডে এই অক্ষর দুটো লেখার জন্য আলাদা কী নেই। বিজয় অথবা প্রশিকা কী বোর্ডে ে-কার ও া-কার এই দুটো অক্ষর দিয়ে ো-কার লিখতে হয়। প্রিন্টিং বা টাইপিং-এর জন্য হয়তো দেখাবে ঠিক কিন্তু সর্টিং সম্ভব নয় এটা আগেই বলা হয়েছে।

১.৩. আবার 'ই-কার' (ি) এবং 'ই' দুটোকে লেখার জন্য আলাদা কী লাগবে। এখনকার অধিকাংশ কীবোর্ডেই '্' এবং 'ি' কার দুটো কী পরপর চেপে 'ই' অক্ষর লিখতে হয়। ইউনিকোডে 'ই' ডেহেতু '+ি' নয়, তাই এটি গ্রহণযোগ্য না। প্রতিটি মূল স্বরবর্ণ লেখার জন্য আলাদা কী লাগবে। আল্পনা এবং একুশ কী-বোর্ড লে-আউটে 'ও-কার' এবং 'ঔ-কার' যুক্ত হয়েছে কিন্তু এই কারণে তা ইউনিকোর্ড সমর্থিত নয়।

২.১ কীবোর্ড লেআউট 'টেবিলটি' ছাড়া হুক বা এ ধরনের কোনো এপ্লিকেশনের দরকার হবে না। ম্যাক নতুন ভার্সনে একটি "XML" ফাইল, লিনাক্সে কীবোর্ড ম্যাপ "Text" ফাইল অথবা উইন্ডোজে একটি "DLL" ফাইল বদলে দিলেই কীবোর্ড বদলে যাবে। অপারেটিং সিস্টেম বাংলা চিনতে পারলে এগুলো সত্যিকার অর্থে কয়েক ঘণ্টার মামলা।

২.২ একই অপারেটিং সিস্টেমে ভাষা নয়, বরং ভাষা এবং দেশভিত্তিক আলাদা কীবোর্ড থাকাটাও সমস্যা না। আর সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে আলাদা কী-বোর্ড থাকাটা অযৌক্তিক না।

মাইক্রোসফটের কীবোর্ডের লে-আউট আমাদের মতকে প্রতিফলিত করে নি। এটা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু এই লে-আউট ইউনিকোডের শর্তগুলো পূরণ করে। এখন দেশীয় সম্মান রক্ষার্থে জাতীয়ভাবে একটি কীবোর্ড লেআউট মাইক্রোসফটের কাছে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এখনকার প্রচলিত কীবোর্ডগুলোকে দেশের ভিতর চালানো গেলেও মাইক্রোসফটের কাছে গেলে লজ্জাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের কাছে যুক্তাক্ষর চেয়ে আবেদনের সেই অপমানজনক জবাবটা মনে রাখা উচিত।

ধারা যাক, মাইক্রোসফট আমাদের ইউনিকোড সম্মত প্রমিত কীবোর্ড গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। তার পরেও শুধু কীম্যাপ ফাইল বদলে দিয়ে আমরা আমাদের মতো করেই টাইপ করতে পারব। আমাদের সেই প্রত্যাশিত কীবোর্ডটি যেহেতু সব অপারেটিং সিস্টেমে প্রয়োগযোগ্য হবে উইন্ডোজের উপর নির্ভরশীল না থেকে লিনাক্সের মতো মুক্ত উৎসের অপারেটিং সিস্টেমে যেতেই পারি।

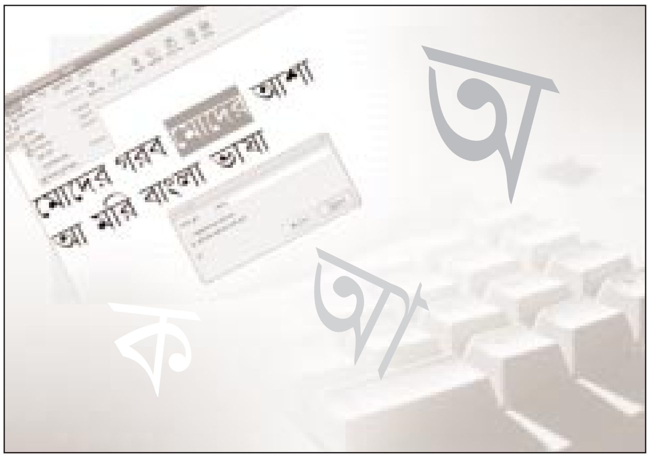

তাই আন্দোলন, আবেদন-নিবেদন কিংবা সাইবার ওয়ার জাতীয় ছেলেমানুষী উদ্যোগ না নিয়ে আমাদের উচিত বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা। কেননা, ইউনিকোডের এসব নিয়ম মেনে কীবোর্ড প্রণয়ন করার মতো দক্ষ প্রোগ্রামার আমাদের রয়েছে। কিন্তু ইউনিকোডের নীতি মেনে সেই ম্যাপটেবিলটি প্রণয়ন করার কিবোর্ড নেই!

▮ মোঃ মারুফ হোসেন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার, রাহাত আইয়ুব, শাহ আলী নেওয়াজ তপু